নবী ইউনুস

হেলেনা খান

নবী ইউনুস (আঃ)

হেলেনা খান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

নবী ইউনুস (আঃ)

হেলেনা খান

প্রকাশক
এস,এম, রইসউদ্দিন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

গ্রন্থ স্বত্বঃ প্রকাশক

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী - ২০০৮

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ অলংকরণ
মুবাশ্বির মজুমদার

মূল্য ঃ ৯৫.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

NABI YUNOOS (A.)-Helena Khan, Published by: S.M. Raisuddin Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd, 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price : Tk. 95.00, US$ 3/-,

ISBN.-984-493-101-0

www.pathagar.com

নবী ইউনুস (আঃ)

হেলেনা খান

যে সমস্ত পবিত্র গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি-

The Holy Quran	Translated by Abdullah Ysuf Ali
The Prophets of Allah	Suhaib Hamid Ghazi
নূরানী ক্বোরান শরীফ	তরজমাঃ মওলানা নূরুর রহমান
ক্বোরানের কাহিনী	মিয়া মহম্মদ আবদুল আজিজ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ধর্মানুশীলনে অত্যন্ত আন্তরিক
বদরুন্নাহার রহমান হেনার হাতে
নবী ইউনুস (আঃ) এর পবিত্র জীবন-
চরিতটি তুলে দিলাম।

-হেলেনা খান

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

শিশু-কিশোরদের অতি প্রিয় লেখিকা হেলেনা খানের প্রকাশিত **"নবী ইউনুস (আঃ)"** শিশু-কিশোরদের মন ও মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন আঙ্গিকে ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রাণবন্ত করে লেখেন, যা প্রশংসার যোগ্য।

মহান আল্লাহতায়ালা ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগে যুগে নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন। নবী ও রাসুলগণ দুনিয়ার মানুষের হেদায়েতের জন্য অর্থাৎ ভ্রান্ত ধারণা ও পথ হতে সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করে গেছেন। নবী রাসুলেরা নিপিড়ীত-নির্যাতিত মানুষের পাশে থেকে তাদের অধিকার আদায়ের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বিপদগামী মানুষ নবী-রাসূলের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে গিয়ে নানা ষড়যন্ত্রের জ্বাল তৈরী করেছেন। বিশিষ্ট লেখিকা হেলেনা খান তাঁর বইয়ে নবী ও রাসূলের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা শিল্প বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

লেখিকার লেখা **"নবী ইউনুস (আঃ)"** গ্রন্থটি শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা ধন্য, গর্বিত ও আনন্দিত। প্রকাশনা জগতে এ ধরনের বইয়ের তীব্র অভাব রয়েছে। বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম ও আয়োজন সার্থক হবে।

(এস,এম, রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

ত্রুটি মার্জনীয়

নবী ইউনুস (আঃ) এর পবিত্র জীবনী লিখতে গিয়ে কুরআন মজীদের আয়াত বঙ্গানুবাদের কারণে বা আমার অজ্ঞানতাবশত যদি কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে, তার জন্যে আমি মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

www.pathagar.com

নবী ইউনুস (আঃ)

সূচিপত্র

১. পরিচিতি/৯
২. ইউনুস (আঃ) এর নবী নির্বাচিত হওয়া ও দায়িত্বভার গ্রহণ/১০
৩. নবী ইউনুস (আঃ) এর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা/১১
৪. নবী ইউনুস (আঃ) এর নিনেভাবাসীদের পরিত্যাগ করা/১২
৫. পরবর্তীতে নবী ইউনুস (আঃ) এর ভয় ও বিব্রতকর অবস্থা/১৩
৬. যাত্রীবাহী জাহাজে নবী ইউনুস (আঃ)/১৫
৭. তিমি মাছের পেটে নবী ইউনুস (আঃ)/১৭
৮. নবী ইউনুস (আঃ) এর ওপর আল্লাহতায়ালর বর্ষিত দয়া/১৮
৯. নিনেভা নগরীতে আনন্দ-উচ্ছ্বাস/২০
১০. কিছু কথা/২১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নবী ইউনুস (আঃ)

পরিচিতি

নবী ইউনুস (আঃ) ছিলেন বনী ইসরাইল বংশীয় একজন বিখ্যাত নবী। তিনি নবী ঈসা (আঃ) এর প্রায় আটশত বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় তাঁর পিতার নাম ছিল মাত্তা। তিনি নিজের ধর্মপরায়ণতা ও চরিত্রিক গুণে আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁকে নবী হিসেবে অভিষিক্ত করে নিনেভা নগরের অধিবাসীদের ধর্মপথ দেখাতে নির্দেশ দেন।

মেসোপটেমিয়া যা বর্তমানে ইরাক নামে পরিচিত, তার দক্ষিণ অংশে এ্যাসিরিয়া নামক একটি বড় রাজ্য ছিল। নিনেভা ছিল এই এ্যাসিরিয়ার রাজধানী ও সবচেয়ে বড় নগরী।

নিনেভা সে সময়ে একটি বিখ্যাত ও সমৃদ্ধশালী নগরীরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। তৎকালীন আধুনিক নগর নিনেভায় শ্বেত পাথরে তৈরি বড় বড় দালান কোঠা ও রাজপথের দু দিকে সারি সারি ফল ও ফুলগাছের সমারোহ ছিল। দূরের ও কাছের দেশ থেকে লোকেরা এখানে ব্যবসা বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভিড় করত। রাজপথ লোকের কলগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে থাকত! শিল্পকলায়ও তারা অনেক সুনাম অর্জন করেছিল। নিনেভার লোকেরা সব দিক দিয়েই বেশ স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা আল্লাহতায়ালার নির্দেশিত পথ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছিল। তারা বিভিন্ন ধরনের মূর্তি পূজা করত। আর শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকত। কাউকে সাহায্য করা বা কারো মঙ্গল সাধন করার কথা তারা কখনই ভাবত না। নিনেভা নগরী তখন পাপে ডুবে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

ইউনুস (আঃ) এর নবী নির্বাচিত হওয়া ও দায়িত্বভার গ্রহণ

ইউনুস (আঃ) আল্লাহতায়ালার নির্দেশ পেয়ে, বর্ণিত আছে ২৮ বছর বয়সে নবী নির্বাচিত হলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, এতদিন পর্যন্ত নিনেভাবাসীরা আল্লাহতায়ালার পথে চলবার মতো সঠিক কোনো উপায় খুঁজে পায়নি! এখন তাদের এতদিনের বদ-অভ্যাস বদলানো বেশ কঠিন কাজ হবে!

তরুণ নবী ইউনুস (আঃ) উদ্যম ও আশা নিয়ে আল্লাহতায়ালার আদেশ পালনে উদ্যোগী হলেন।

সে সময়ে নিনেভায় দারাকিন নামক এক কাফের রাজা রাজত্ব করত।

নিনেভা নগরীতে উপস্থিত হয়ে নবী ইউনুস (আঃ) রাজা দারাকিনের দরবারে এলেন। এসে অত্যন্ত বিনীত অথচ দীপ্তকণ্ঠে রাজাকে বললেন, মাননীয় রাজা বাহাদুর, আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। আমি একটি সত্য কথা বলতে এখানে এসেছি! এবং তা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর প্রেরিত নবী। আপনাকে অনুরোধ করছি, মূর্তিপূজা ছেড়ে আপনারা আসল বিশ্বস্রষ্টা ও প্রতিপালকের উপাসনা করুন! তাহলে আপনারা ইহকাল ও পরকালে শান্তি ও সম্মান পাবেন।"

নিনেভাবাসীদের কারো কারো মনে একটু সন্দেহ জাগল। ... নবী বোধহয় সত্য কথাই বলছেন, কিন্তু হঠাৎ কী করে তারা তাদের পৈত্রিক ধর্ম ও রীতিনীতি ছেড়ে দেয়?

www.pathagar.com

নবী ইউনুস (আঃ) এর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা

নবী ইউনুস (আঃ) তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে আন্তরিকভাবে নিনেভার লোকদের আল্লাহর পথে আনতে চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি রাতদিন অধিকাংশ সময়ই লোকদের ভালভাবে পরিচালিত করার জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। নিনেভাবাসীদের ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। তারা প্রায় সময়ই পরস্পরের সাথে ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত থাকত, আর একে অন্যের ক্ষতি করার চিন্তাই করত। তিনি তাদের বলতেন, ভাইয়েরা আমার, তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে কেন অযথা অশান্তি সৃষ্টি করো? তোমরা এসব বন্ধ করো, দেখবে কত শান্তিতে তোমরা থাকবে! একে অন্যকে ক্ষমা করতে, ভালবাসতে ও সদয় হতে শেখ! আর একটা বিশেষ অনুরোধ, তোমরা মিথ্যে অলীক উপাসনা ছেড়ে দিয়ে, এই পৃথিবী, আসমান সমূহ ও যাবতীয় প্রাণী যিনি সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র সেই স্রষ্টা মহান আল্লাহতায়ালার এবাদত করো!

তিনি অনেক দিন, অনেকভাবে নিনেভাবাসীদের পবিত্র জীবন যাপন করতে উপদেশ দেন, আর আল্লাহতায়ালার একাত্মতা প্রসঙ্গে তাদের বোঝান!

নবী ইউনুস (আঃ) এভাবে নিনেভাবাসীদের চল্লিশ বছর ধরে সরল পথে আনবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকেও তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের মতো অধার্মিক লোকদিগকে ধর্মের পথে আনতে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। নিনেভাবাসীরা তাঁর কথার কোনো রকম গুরুত্বই দিত না! নবী যখন ধর্মের কথা, ভাল আচরণ, ক্ষমা, দয়া এসব প্রসঙ্গে বলতেন, লোকেরা অবজ্ঞাভরে তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে যেত। নবী কিন্তু তাতে দমে যেতেন না। তিনি নতুন উদ্যমে, অত্যধিক বিনীতভাবে তাদের সত্যের পথে আসবার জন্যে আহ্বান জানাতেন।

ইউনুস (আঃ) এর বিশ্বাস করতে কষ্ট হতো যে, এই লোকগুলো মহান আল্লাহ-তায়ালার গৌরব সম্বন্ধে এত অন্ধ কী করে হতে পারছে! তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করলেন যে নিনেভাবাসীরা অত্যন্ত উদ্ধত! শুধু তাই নয়, এদের কোনো সাধারণ জ্ঞান বা বোধশক্তিও নেই।

www.pathagar.com

নবী ইউনুস (আঃ) এর নিনেভাবাসীদের পরিত্যাগ করা

ইউনুস (আঃ) সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নিনেভাবাসীদের আল্লাহর পথে আনার জন্য নানানভাবে চেষ্টা করে শুধু বিদ্রূপ, গঞ্জনা ও অমানবিক নিষ্ঠুর নির্যাতনই সহ্য করলেন।

এর মধ্যে কয়েকজন কিছু দিনের জন্য ইমান আনলেও পরিপূর্ণ ইমান কেউই আনেনি। এতে ইউনুস (আঃ) আর সহ্য করতে না পেরে একদিন অত্যন্ত রেগে গিয়ে তাদের বললেন, "তোমরা যদি চল্লিশ দিনের মধ্যে আল্লাহতায়ালার ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস না আন, তবে শীঘ্রই একদিন খুব সকালে আল্লাহর তরফ থেকে আগুনের বাতাস বইতে শুরু করবে। এরপর আগুনের বৃষ্টি ও নানান রকম বিপর্যয়ের পরে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে!"

এইসব কথা বলেই তিনি আল্লাহতায়ালার অনুমতি ছাড়াই অন্যত্র সরে পড়লেন।

নির্দিষ্ট সময়ে গরম বাতাস বইতে শুরু করে। ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। আযাব আসন্ন দেখে নিনেভাবাসীরা নবীর সত্যতায় বিশ্বাসী হয়। তারা ইউনুস (আঃ) এর গৃহে এসে দেখে, তিনি সেখানে নেই! তারা তাঁকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান মিলে না। তখন তারা নিজেদের মূর্তিগুলো ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সবাই একস্থানে সমবেত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে সেজদা দিয়ে আল্লাহতায়ালার কাছে ক্ষমা চেয়ে, মুক্তির জন্যে দোয়া করতে থাকে।

বর্ণিত আছে, চল্লিশ দিনের শেষে ১০ই মুহাররম শুক্রবার আশুরার দিন আল্লাহতায়ালা তাদের দোয়া কবুল করেন। সব বিপদ কেটে যায়।

আল্লাহতায়ালা কুরআন মজীদে বলেছেন, "যখন তারা ইমান আনল, তখন আমি তাদের ওপর থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক শাস্তি দূর করে দিলাম !" (সূরা ইউনুস, ৯৮)

www.pathagar.com

পরবর্তীতে নবী ইউনুস (আঃ) এর ভয় ও বিব্রতকর অবস্থা

যখন আল্লাহতায়ালার কাছে কাতরভাবে মাফ চেয়ে নিনেভাবাসীরা আযাব থেকে পরিত্রাণ পেল, তখন ইউনুস (আঃ) ভীষণ লজ্জা, ভয় ও বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, নিনেভাবাসীদের ওপর আল্লাহতায়ালার অভিশাপ পড়বে, একথা বলে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সেখান থেকে চলে যাওয়া ঠিক হয়নি। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, আল্লাহতায়ালার আদেশ না নিয়ে অধৈর্য হওয়া উচিত ছিল না! লোকদের প্রতি বিরক্ত হয়ে, তাদের প্রতি নবী হিসেবে যে তাঁর দায়িত্ব রয়েছে, সে কথাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

আর এদিকে নিনেভাবাসীরা আল্লাহতায়ালার কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে গযবের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

ইউনুস (আঃ) ভাবলেন, এতে তারা তাকে শুধু দায়িত্বহীনই নয়, নির্দয় ও মিথ্যুক ভাববে!

'ক্বোরআনের কাহিনী' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, "তখনকার দিনে মিথ্যেবাদীদের খুবই কঠিন শাস্তি দেয়া হতো- শিরশ্ছেদ করা হতো! তাই প্রাণের ভয়ে ইউনুস (আঃ) স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে দূরদেশে পালিয়ে যাবার উদ্যোগ নিলেন।

রাস্তায় পড়ল একটি নদী। নদীতে পানি ছিল কম, কিন্তু স্রোত ছিল ভয়ঙ্কর! পার হওয়ার জন্যে কোনো জলযান ছিল না। উপায় না দেখে তিনি বড় ছেলেটিকে নদীর তীরে রেখে ছোট ছেলেটিকে কাঁধে নিয়ে, স্ত্রীর হাত ধরে নদী পার হতে আরম্ভ করলেন। তাড়াতাড়ি মধ্য নদী পার হওয়ার সময় ভীষণ স্রোতের টানে হঠাৎ পা পিছলে যাওয়ায় স্ত্রী তাঁর হাত থেকে ফসকে যান। অতি কষ্টে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে, তড়াতাড়ি আবার

www.pathagar.com

স্ত্রীর হাত ধরবার চেষ্টা করতেই কাঁধের ছেলেটি পানিতে পড়ে যায় এবং প্রবল পানির স্রোতে স্ত্রী ও পুত্র ডুবে গিয়ে মুহূর্তেই চোখের আড়ালে চলে যায়।

ইউনুস (আঃ) হতবিহ্বল হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ বড় ছেলেটির চিৎকারে তাঁর চৈতন্য ফিরে আসে। কিন্তু অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস! তিনি দেখলেন, একটি বাঘ তাঁর প্রিয় পুত্রকে মুখে করে গভীর জঙ্গলের ভেতর চলে যাচ্ছে!

ইউনুস (আঃ) পাগলের মতো একবার নদীর দিকে ও একবার জঙ্গলের দিকে ছুটোছুটি করতে থাকেন। কিন্তু তাদের কাউকেই উদ্ধার করার কোনোই আশা দেখতে পেলেন না!

অগত্যা স্ত্রী ও পুত্রদের আশা ছেড়ে দিয়ে, নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সামনে, দূরের একটা সমুদ্র বন্দরের দিকে দ্রুতবেগে হাঁটতে থাকেন।”

www.pathagar.com

যাত্রীবাহী জাহাজে নবী ইউনুস (আঃ)

"ইউনুস (আঃ) তাঁর নিজের লোকদের থেকে পালিয়ে গিয়ে একটি যাত্রী বোঝাই জাহাজের কাছে পৌঁছলেন।" (সূরা আসসাফফাত, ১৪০)

জাহাজ ছাড়ল। সূর্য কিরণে, মৃদুমন্দ তরঙ্গে জাহাজটি ভেসে চলে। কিছুক্ষণ চলবার পর হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায়। কালো দৈত্যের মতো কালো মেঘেরা সূর্যের আলো গ্রাস করে ফেলে। বাতাস হঠাৎ গর্জন শুরু করে। শান্ত সমুদ্র যেন ক্ষেপে যায়! পানি প্রবল ঢেউয়ের আকার ধারণ করে একবার তীরবেগে ওপরে উঠতে থাকে, আবার ঠিক তেমনিভাবে নিচে নামতে থাকে!

অতি দ্রুত গতিতে ঢেউগুলো প্রচন্ড আকার ধারণ করে জাহাজটিকে একটা খেলনার মতো ভয়ানক বেগে আন্দোলিত করতে থাকে।

ভয়ে যাত্রীরা চিৎকার করে বলতে থাকে। "কেন এই সুন্দর দিনে শান্ত নদীতে হঠাৎ ঝড় এসে হাজির হলো?"

বহু কষ্ট করেও নাবিক জাহাজটিকে ঠিকমতো চালাতে পারছিল না। সমুদ্রের ঠান্ডা পানিতে যাত্রীদের গা ভিজে যাচ্ছে! ওদিকে আকাশে হঠাৎ লিকলিকিয়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে! বজ্রপাতের ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা যাচ্ছে!

যাত্রীদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলল, "আপনারা তো জানেন, আমাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে যে, শান্ত সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় ওঠার একটা কারণ থাকে! যদি কোনো ক্রীতদাস তার মনিরের কাছ থেকে পালিয়ে কোনো নৌকা বা জাহাজে ওঠে, তবে সেই নৌকা বা জাহাজ সমুদ্র ঝড়ের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়!"

যদিও ইউনুস (আঃ) এর এই ধরনের কুসংস্কারে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, তবু এই কথার পর তাঁর মনে হলো তিনি তো আল্লাহতায়ালার একজন বান্দা! তিনি তাঁর প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন! নবী হিসেবে তিনি

www.pathagar.com

তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাচ্ছেন! অনুশোচনায় অস্থির হলেন তিনি। নিনেভা ছেড়ে তাঁর এভাবে চলে যাওয়া মারাত্মক অন্যায় হয়েছে!

ইতোমধ্যে যাত্রীরা সমবেতভাবে এই প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের কারণ সম্বন্ধে নানান ধরনের আলোচনা করে সাব্যস্ত করল যে, নিশ্চয়ই এই জাহাজের কোনো আরোহীর ওপর আল্লাহর আক্রোশ থাকায় তিনি এই জাহাজটি ডুবিয়ে দিতে চাচ্ছেন!

তাই তারা লটারি করে সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবার সিদ্ধান্ত নিল। সেই দোষী ব্যক্তিকে জাহাজ থেকে সরিয়ে দিলেই সমুদ্র শান্ত হয়ে যাবে।

ইসলামে এই লটারি প্রথা পরবর্তী সময়ে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। "ইউনুস (আঃ) লটারিতে শরীক হলেন এবং তিনিই দোষী সাব্যস্ত হলেন!"(সূরা আসসাফফাত ১৪১)

ইউনুস (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, এতে নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্দেশ আছে! আল্লাহতায়ালার অনুমতি না নিয়ে, নিজের লোকদের বিপদের মুখে রেখে তিনি পালিয়ে যাচ্ছিলেন, সেজন্যে আল্লাহই তাঁকে শাস্তি দিচ্ছেন!

লটারিতে এটাই ঠিক করা হলো যে ইউনুস (আঃ) কে জাহাজ থেকে সরে যেতে হবে!

ইউনুস (আঃ) তখন জাহাজের কিনারায় দাঁড়িয়ে, আল্লাহতায়ালার নাম নিয়ে সেই ভয়ঙ্কর তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন! (মতান্তরে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হলো)

www.pathagar.com

তিমি মাছের পেটে নবী ইউনুস (আঃ)

" সমুদ্রের পানিতে পড়ার সাথে সাথেই" প্রকান্ড একটা মাছ তাঁকে গিলে ফেলল!" (সূরা আস্‌সাফফাত, ১৪২)

মহান আল্লাহতায়ালার নির্দেশে বিরাট মাছটি তাঁকে কোনো রকম আঘাত করল না বা খেয়ে ফেলল না।

ইউনুস (আঃ) তিমি মাছটির বিরাট পাকস্থলীর মধ্যে পড়ে অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকেন। তিন দিন, তিন রাত্রি তিনি প্রগাঢ় অন্ধকারে কাটাতে থাকেন, আর নিজের অন্যায়ের কথা বার বার তাঁর মনে ছায়া ফেলতে থাকে! আল্লাহ তাঁকে উত্তম শিক্ষা দিচ্ছেন!

তিনি এই ভেবে আরো অনুতপ্ত ও মর্মাহত হলেন যে, বিপথগামী লোকদের তাঁর অভিশাপ দেয়াটা কোনো রকমেই উচিত হয়নি! তাঁর উচিত ছিল ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে তাদের ভুল সংশোধন করানো! "তিনি বার বার নিজেকে তিরস্কার করতে থাকেন!" (সূরা আসসাফফাত, ১৪২) আর অন্তর ঢেলে দিয়ে আল্লাহতায়ালার কাছে ক্ষমা চাইতে থাকেন, "লা-ই-লাহা ইল্লা আন্‌তা সুব্‌হানাকা, ইন্নী কুন্‌তু মিনায্‌ যোলেমীন্‌!" আপনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, আপনি পবিত্র, নিঃসন্দেহে আমি (খুবই) অপরাধী! (সূরা আল্‌ আম্বিয়া, ৮৭) আপনি আমাকে ক্ষমা করে বিপদমুক্ত করুন!"

www.pathagar.com

নবী ইউনুস (আঃ) এর ওপর আল্লাহতায়ালার বর্ষিত দয়া

"আল্লাহতায়ালা নবী ইউনুস (আঃ) এর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্তি দিলেন। আর এভাবেই তিনি ইমানদারদের মুক্তি দিয়ে থাকেন!"(সূরা আল্ আম্বিয়া, ৮৮)

"নবী ইউনুস (আঃ) যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহর নাম না নিতেন, তবে তিনি মাছটির উদরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করতেন! কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁকে মাছের পেট লেকে এক বালুচরে নিক্ষেপ করলেন, আর তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন।" (সূরা আস্সাফফাত ১৪৩-১৪৫)

তিন দিন তিন রাত্রি মাছটির পেটে থেকে ইউনুস (আঃ) খুবই ক্লান্ত, দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় সমুদ্রের কাছের ময়দানে পড়ে রইলেন। ওপরে প্রখর সূর্য কিরণ! আল্লাহতায়ালা অনুতপ্ত নবীর প্রতি আরো দয়াপরবশ হলেন! দেখা গেল, আল্লাহতায়ালার কুদরতে নবীকে সূর্যের তেজ থেকে রক্ষা করবার জন্যে "তাঁর ওপর লতাপাতা যুক্ত একটি ছায়াতরু জন্মিয়ে দিলেন!" (সূরা আসসাফফাত, ১৪৬)

অল্প সময়ের মধ্যে চারাগাছটি বেড়ে উঠে বড় একটা গাছে রূপান্তরিত হয়। বহু পাতাসম্বলিত গাছটি ডালপালা মেলে ঘুমন্ত নবীকে ছায়া দিতে থাকে।

ইউনুস (আঃ) জেগে উঠে অবাক হয়ে দেখলেন, একটি ছায়াময় গাছের নিচে তিনি শুয়ে আছেন। শুধু তাই নয়, গাছে অনেক টাটকা ফল ঝুলে আছে। তিনি আল্লাহর প্রতি অজস্রবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চার রাকাত শোকরানা নামায আদায় করেন। "কোরানের কাহিনী গ্রন্থে" বর্ণিত আছে, পরে ঐ নামাযই আছরের নামায হিসেবে তাঁর ও তাঁর উম্মতদের প্রতি ফরয হয়!

www.pathagar.com

আল্লাহতায়ালার দেয়া গাছের মিষ্টি ও রসালো ফল খেয়ে নবী সুস্থ ও স্বাভাবিক হলেন।

সুস্থ হয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে আবারও শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহতায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ইউনুস (আঃ) কে আল্লাহতায়ালা যুন্নুন ও সাহেবুল হুত অর্থাৎ মৎস্যওয়ালা উপাধি দিয়েছিলেন।

কয়েকদিন পর আল্লাহতায়ালা তাঁকে যত শীঘ্র পারেন, নিনেভা নগরীতে ফিরে যেতে নির্দেশ ছিলেন।

ইউনুস (আঃ) তৎক্ষণাৎ নিনেভা অভিমুখে যাত্রা করলেন। "পথিমধ্যে যে স্থানে তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্রকে হারিয়ে ছিলেন, সেখানে এসে শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন। বুক ভরা ব্যথা নিয়ে তিনি পথ চলছিলেন। হঠাৎ অত্যন্ত পরিচিত স্বর তাঁর কানে পৌঁছে। তিনি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখলেন, যে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রেরা বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসছে! আকস্মিকভাবে স্ত্রী-পুত্রদের ফিরে পেয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে বহুবার শুকরিয়া আদায় করলেন। আল্লাহতায়ালার অসীম দয়া ছাড়া এরকম অলৌকিকভাবে তিনি স্ত্রী পুত্রদের ফিরে পেতেন না। ঘটনাটা অভূতপূর্ব! তিনি তাদের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, বড় ছেলেটিকে বাঘে নিয়ে গেলে, তার চিৎকারে গ্রামের লোকেরা লাঠিসোটা নিয়ে বাঘটিকে তাড়া করে। বাঘ ছেলেটিকে রেখে পালিয়ে যায়। ছেলেটি অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যায়!

এরপর নদীর তীরে এসে বড় ছেলেটি দেখতে পায়, কয়েকজন লোক তার অজ্ঞান মা ও ভাইকে পানি থেকে তুলে বাঁচাবার চেষ্টা করছে! লোকদের সেবাযত্নে তাঁদের জীবন রক্ষা পায়।" (ক্বোরআনের কাহিনী গ্রন্থ)

www.pathagar.com

নিনেভা নগরীতে আনন্দ উচ্ছ্বাস

নবী ইউনুস (আঃ) সপরিবারে নিনেভা নগরীতে ফিরে এলেন। তিনি নিনেভার লোকদের ওপর রাগ করে, অভিশাপ দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি পরে জেনেছিলেন যে, তাদের আকুল প্রার্থনার জন্য আল্লাহতায়ালা তাদের অত্যন্ত উত্তপ্ত আগুনের হলকা থেকে উদ্ধার করেছেন, কিন্তু তারা যে তাকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, তা তিনি ভাবতে পারেননি।

তিনি নগরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই নগরবাসীরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তাঁরা তাঁর কাছে বার বার ক্ষমা চায়। বলে, 'নবী, আপনার অবাধ্য হয়ে আমরা খুবই বেয়াদবি ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি! আপনার প্রতি আমাদের অপরাধের সীমা নেই! আপনি আমাদের মাফ করে দিন!'

ইউনুস (আঃ) তাদের জড়িয়ে ধরেন, আর মনে মনে ভাবেন, ওহ্! আল্লাহর অসীম দয়া যে, তিনি তাদের মাফ করে দিয়ে সরল পথে চলবার সুযোগ করে দিয়েছেন!

নবী নিজের অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে, যেভাবে তাদের ওপর আল্লাহতায়ালার ধ্বংস আসছে বলে রেগে, নিজের দায়িত্ব পালন না করেই চলে গিয়েছিলেন, সেসব কথা মনে পড়ে যায়, আর তাতে তিনি মনে মনে খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি আর কখনও ধৈর্যহারা হবেন না ও ধীর-স্থির না হয়ে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নেবেন না।

ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্তায়ালার দরবারে অজস্রবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন; আর তাঁর কাছে এই সৎ পথে ফিরে আসা লোকদের ভালভাবে পরিচালনা করার জন্যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, শক্তি ও তাঁর নির্দেশ কামনা করেন।

নিনেভায় আল্লাহতায়ালার বাণী ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই নবী ইউনুস (আঃ) এর প্রচারিত শিক্ষা ভালভাবে গ্রহণ করে। তারা সৎভাবে চলতে অভ্যস্ত হয়ে, প্রকৃত সুখী জীবন যাপন করতে থাকে। "আল্লাহতায়ালা ইউনুস (আঃ) কে এক লক্ষ বা তার চেয়েও বেশি লোকের প্রতি রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলেন। তারা ইমান এনেছিল। কাজেই তাদের এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুখ-সম্পদ দান করেছিলেন।" (সূরা আস্সাফফাত ১৪৭-১৪৮)

www.pathagar.com

কিছু কথা

ছোট সোনা মণিরা !

নবী ইউনুস (আঃ) এর জীবন কাহিনী পড়ে তোমরা অনেক রকম ভাল শিক্ষা পেয়েছ, তাই না?

প্রথমেই ধর, মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে। সে ক্ষেত্রে মানুষ যদি তার নিজের ভুল বা অন্যায় বুঝতে পারে এবং বোঝার পর সত্যি সত্যিই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহতায়ালার কাছে মাফ চায়, ক্ষমার আধার আল্লাহতায়ালা মানুষকে ক্ষমা করে দেন। তোমরা তো জেনেছ, ইউনুস (আঃ) বহু চেষ্টা করেও নিনেভাবাসীদের আল্লাহর পথে আনতে পারছিলেন না। তারা তাঁর কথা তো শুনতই না, বরঞ্চ নবীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে শুরু করেছিল! শেষ পর্যন্ত নবী অতিষ্ঠ হয়ে, আল্লাহর কাছে তাদের জন্য গযব চেয়ে, রাগ করে নিনেভা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু চলে যাবার পর তোমরা তো জেনেছ, তিনি কত কষ্ট পেলেন! আল্লাহতায়ালা তাঁকে কত রকম কঠিন শাস্তি দিলেন!

ইউনুস (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি শাস্তির উপযুক্ত কাজই করেছেন। নবী হয়ে তাঁর অধৈর্য হওয়া, ক্রুদ্ধ হওয়া বা তাঁর লোকদের অভিশাপ দিয়ে চলে যাওয়া কোনোটাই উচিত হয়নি!

নবী তাঁর ভুল ত্রুটি বুঝতে পেরে, খুবই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়ে আলাহতায়ালার কাছে কেঁদে কেটে মাফ চেয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দিয়েছিলেন।

আমাদের মধ্যে অনেক লোকই আছে, যারা নিজেদের ভুল ত্রুটি বা অন্যায় কাজ জেনেও, বাইরে কিছুতেই তা স্বীকার করে না। তারা আল্লাহতায়ালাকে ভয় করে না বলেই এমন হয়!

তোমরা তো এখনো ছোট! কীই বা অন্যায় তোমরা করতে পার!

তবুও যদি কোনো রকম অন্যায়, ধর, মিথ্যা কথা বলে ফেললে, কাউকে হিংসে করলে, কারো নামে দুর্নাম করলে, ভাইবোনদের ও বাসার

www.pathagar.com

সাহায্যকারী কাজের লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে, মুরব্বিদের সাথে বেয়াদবি করে ফেললে বা আলসেমি করে কোনো সময় নামায আদায় করলেনা, এই ধরনের অন্যায় যদি হয়েই যায়, তবে আল্লাহতায়ালার কাছে মাফ চাইবে, ক্যামন? জানতো আল্লাহতায়ালা খুবই দয়ালু ও মেহেরবান!

আর মনে রাখতে হবে, মাফ চাওয়ার পর আবারও যেন, সেই সব অন্যায় কাজগুলো না করা হয়।

নবী ইউনুস (আঃ) এর জীবনী পড়ে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, কোনো অবস্থাতেই ধৈর্য হারাতে হয় না। ধৈর্যধারণ করা একটি মহৎ গুণ। কুরআন মজীদে আছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন!" আর বিশেষ কোনো কারণে রেগে গেলেও, তা দমন করতে চেষ্টা করবে। হাদীস শরীফেও ক্রোধ দমন করার ওপরে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মনে রেখো, ক্রোধের সময় মানুষ ইবলীসের সহচর হয়ে পড়ে।

আর, কোনো কিছু করবার আগে অন্যদের সাথে আলোচনা করে করলে দেখবে, সে কাজটা অনেক ভাল হয়েছে!

ইউনুস (আঃ) রাগের মাথায় আল্লাহতায়ালার পরামর্শ ও অনুমতি ছাড়াই নিনেভাবাসীদের ছেড়ে গিয়ে কত না কষ্ট ও যন্ত্রণা পেয়েছিলেন!

আরও একটা কথা, তোমার ভাল কথার কেউ গুরুত্ব না দিলে, তুমি রাগ করে তাকে অভিশাপ দেবে না! খারাপ লোকদের ভাল হবার সুযোগ দিতে হবে!

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইসলামের কয়েকজন অতি উত্তম অনুসারী প্রথম দিকে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ধৈর্যশীল ব্যবহারে পরে তাঁরা তাঁদের জীবন-ধারা পরিবর্তন করে খাঁটি মুসলমান হয়েছিলেন।

একজন ইমানদার মুসলমান ভুল ভ্রান্তির জন্য শুধু অন্যকেই ক্ষমা করে দেবেন না, তাঁর নিজের কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে তিনিও অন্যের কাছে এবং আল্লাহতায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন!

www.pathagar.com

লেখিকার প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

প্রকাশিত গ্রন্থ (বড়দের জন্য)

১।	ফসলের মাঠ	ছোটগল্প সংকলন	১৯৬৭ ১৯৮৯	১ম সং ২য় সং	বুক ভিলা, ঢাকা রেশমা খান, ময়মনসিংহ
২।	উত্তরে বাতাস	উপন্যাস পুরস্কার প্রাপ্ত	১৯৭০ ১৯৮৯	১ম সং ২য় সং	বুক ভিলা, ঢাকা পালক পাবলিশার্স, ঢাকা
৩।	বৃষ্টি যখন নামলো	ছোটগল্প	১৯৭৮ ১৯৮৯	১ম সং ২য় সং	মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা রুনা প্রকাশনী, ঢাকা
৪।	কালের পুতুল	ঐ	১৯৭৮		মুক্তধারা, ঢাকা
৫।	**একাত্তরের কাহিনী**	ঐ	১৯৯০, ২০০২		রুনা প্রকাশনী, ঢাকা মীরা প্রকাশনী
৬।	হেলেনা খান রচনাবলী	ঐ	১৯৯০		পালক পাবলিশার্স, ঢাকা
৭।	পাপড়ির রং বদলায়	ঐ	১৯৯১, ২০০৫		রুনা প্রকাশনী, ঢাকা, মীরা প্রকাশনী
৮।	নির্বাচিত গল্প	ঐ	১৯৯৩, ২০০৩		অহিদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, মীরা প্রকাশনী
৯।	**আত্মজ ও মুক্তিযুদ্ধ**	উপন্যাস	১৯৯৬ ২০০১	১ম সং ২য় সং	মুক্তধারা, ঢাকা। ঐ
১০।	দুই ধাপ পৃথিবী	ঐ	১৯৯৮ ১৯৯৯	১ম সং ২য় সং	ঐ ঐ
১১।	সবার ওপরে	ঐ	১৯৯৯		মধুকুঞ্জ প্রকাশনী ঢাকা
১২।	কারাগারের ভেতরে ও বাইরে	ছোটগল্প	২০০০		মধুকুঞ্জ প্রকাশনী ঢাকা
১৩।	আমার পরিচিত বৃহত্তর ময়মনসিংহের কয়েকজন বিশিষ্ট নারী।	জীবনী	২০০০	নিজস্ব	
১৪।	শ্বাপদসংকুল অরণ্যে	উপন্যাস	২০০১		ঐতিহ্য ঢাকা।
১৫।	রম্যগল্পঃ হেলেনা খান	রম্যগল্প	২০০১, ২০০৪		মধুকুঞ্জ প্রকাশনী ঢাকা, মীরা প্রকাশনা, ঢাকা।
১৬।	বৃত্তের বাইরে	ছোটগল্প	২০০৫		পালক পাবলিশার্স, ঢাকা
১৭।	নবী ইউসুফ(আঃ)	জীবনী	২০০৪ ২০০৪	 ২য় সং	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ঐ
১৮।	উষা থেকে গোধুলির স্মৃতি	জীবন স্মৃতি	২০০৭		মীরা প্রকাশনা, ঢাকা।
১৯।	আমার স্মৃতিতে ভাস্বর	জীবনী	২০০৭		মীরা প্রকাশনা, ঢাকা।
২০।	নবী মূসা (আঃ)	জীবনী	২০০৭		ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা
২১।	প্রবাসে সায়ংকালে	ছোটগল্প	২০০৭		জনপ্রিয় প্রকাশনী, ঢাকা।

প্রকাশিত গ্রন্থ (শিশু কিশোরদের জন্য)

১।	রোদ ঝকঝক	ছোটগল্প	১৯৭৫		কালি-কলম প্রকাশনী, ঢাকা।
২।	সব ভালো যার শেষ ভালো	রম্যগল্প	১৯৭৯ ১৯৮৫	১ম সং	বাংলা একাডমী, ঢাকা। নসাস, ঢাকা।
৩।	চারটি বেলুন	ছোটগল্প	১৯৮০ ১৯৯৯	১ম সং ২য় সং	নিজস্ব ঐ
৪।	গল্পই শুধু নয়	গল্পে ছড়া	১৯৮৩ ১৯৯৮	১ম সং ২য় সং	ঐ দিগন্ত প্রকাশনী, ঢাকা।
৫।	সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ	ভ্রমণ কাহিনী	১৯৮৪ ১৯৯৪ ১৯৯৯	১ম সং ২য় সং ৩য় সং	মুক্তধারা, ঢাকা। ঐ ঐ

www.pathagar.com

৬।	ডালমুট ছোটগল্প		১৯৮৫	১ম সং	শিশু একাডেমী, ঢাকা।
			১৯৯৪	২য় সং	ঐ
৭।	ফুল পাখি সৌরভ ভ্রমণ কাহিনী		১৯৮৬	১ম সং	আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।
	পরিবর্তিত নামঃ স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ		১৯৯৯	২য় সং	বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ঢাকা।
৮।	নীল পাহাড়ের হাতছানি উপন্যাস		১৯৮৮	১ম সং	পালক পাবলিশার্স ঢাকা।
			২০০১	২য় সং	ঐ
৯।	নতুন দেশ নতুন মানুষ ভ্রমণ কাহিনী		১৯৯০	১ম সং	ঐ
			২০০১	২য় সং	ঐ
১০।	গৌতমবুদ্ধের দেশে	ঐ	১৯৯০	১ম সং	মুক্তধারা, ঢাকা।
		ঐ	২০০৪	২য় সং	ঐ
১১।	রূপকথার রাজ্যে	রূপকথা	১৯৯২	১ম সং	পালক পাবলিশার্স, ঢাকা
			১৯৯৫	২য় সং	ঐ
			১৯৯৬	৩য় সং	ঐ
			২০০১	৪র্থ সং	ঐ
১২।	ব্যাংককের সেই মেয়েটি	ছোট গল্প	১৯৯২		রুনা প্রকাশনী, ঢাকা।
১৩।	মুক্তিযুদ্ধের গল্প	ঐ	১৯৯৪	১ম সং	পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।
			১৯৯৮	২য় সং	ঐ
১৪।	মাঞ্চ এর মজার গল্প	অনুবাদ	১৯৯৫	১ম সং	রুনা প্রকাশনী, ঢাকা।
			২০০৩	২য় সং	মীরা, প্রকাশনা, ঢাকা
১৫।	ভূতের খপ্পরে	উপন্যাস	১৯৯৫	১ম সং	পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।
			১৯৯৬	২য় সং	ঐ
১৬।	তুলতুলের দান	ছোট গল্প	১৯৯৬		শিশু একাডেমী, ঢাকা
১৭।	শাবাশ বাহাদুর	ঐ	১৯৯৫		পানকৌড়ি প্রকাশনা, ঢাকা।
১৮।	নবী দাউদ (আঃ) ও নবী সুলায়মান (আঃ)	জীবনী	১৯৯৭	১ম সং	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
			২০০১	২য় সং	ঐ
১৯।	ছোটদের সেরা গল্প	ছোটগল্প	১৯৯৯		পালক পাবলিশার্স, ঢাকা
২০।	এক বাক্স খেলনা	ঐ	১৯৯৯		উত্তরবঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা।
২১।	ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন হযরত বিলাল (রাঃ)	জীবনী	২০০১		বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ঢাকা।
২২।	তুষারকুমারী ও সাত বামন	অনুবাদ	২০০১		ঐতিহ্য, ঢাকা।
২৩।	দুই বোকার কান্ড	ছোটগল্প	২০০১		শিশু একাডেমী, ঢাকা।
২৪।	হ্যানসেল ও গ্রেটেল	অনুবাদ	২০০২		মীরা প্রকাশন, ঢাকা।
২৫।	নবী ইবরাহীম (আঃ)	জীবনী	২০০৩		পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।
২৬।	নবী আদম (আঃ)	জীবনী	২০০৫		মীরা প্রকাশনা, ঢাকা।
২৭।	নবী নূহ (আঃ)	জীবনী	২০০৫		মীরা প্রকাশনা, ঢাকা।
২৮।	সাতটি রঙের রংধনু	ছোটগল্প	২০০৫		বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোঃ লিঃ
২৯।	Stories of the Liberation War	Short Stories	2007		Palok Publishers, Dhaka. Bangladesh
৩০।	নবী ইউনুস (আঃ)	জীবনী	২০০৭		বিসিবিএস লিঃ ঢাকা
৩১।	ঝিলিমিলি	ছড়া ও কবিতা			ঐ
৩২।	লোভী রাজা লোভী রানি	নাটিকা			ঐ
৩৩।	ছোট রেড রাইডিং হুড	অনুবাদ			জনপ্রিয় প্রকাশনী, ঢাকা
৩৪।	রাজার আজব পোশাক				ঐ
৩৫।	শিশু সাহিত্য সমগ্র ১ম খন্ড				পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।
৩৬।	শিশু সাহিত্য সমগ্র ২য় খন্ড				ঐ

www.pathagar.com

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

চট্টগ্রাম অফিস : নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন : ৬৩৭৫২৩।

ঢাকা অফিস : ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৬৯২০১।

www.pathagar.com